তারিখ 23 FEB 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

দৈনিক

পাঠক্রম অসম্পূর্ণ রেখে পরীক্ষা গ্রহণে উদ্বেগ

এম এইচ রবিন ●

অনার্স-মাস্টার্সে অনিয়মিত ক্লাস এবং পাঠক্রম অসম্পূর্ণ রেখে বিভিন্ন পর্বের পরীক্ষা নেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা। বিভিন্ন কলেজে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের অপ্রতুল আবাসন সুবিধা, প্রশাসনিক-একাডেমিক ভবন ও শ্রেণিকক্ষ সংকটের কথাও অধ্যক্ষরা তুলে ধরে তথ্য পাঠিয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি)। সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ সম্মেলন সামনে রেখে কলেজপ্রধানরা মাউশির তৈরি নির্ধারিত ছকে এসব সমস্যার কথা জানিয়েছেন।

মাউশি সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কলেজের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা হচ্ছে। সমস্যা সমাধানে দিকনির্দেশনা দেওয়া হবে অধ্যক্ষদের। এবার দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অধ্যক্ষ সম্মেলন। গত বছর এপ্রিল মাসে হয় সরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের প্রথম সম্মেলন। অধ্যক্ষরা শিক্ষার মানোন্নয়নে সমস্যা ও সুপারিশ তুলে ধরবেন এবারের সম্মেলনে। এ ছাড়া এবারের সম্মেলনে গুরুত্ব পাবে ই-নাইন সম্মেলনের পরবর্তী করণীয়। এসডিজি-ফোর বাস্তবায়নে সরকারের কৌশল, অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে অধ্যক্ষদের। কলেজ শিক্ষায় নতুন উদ্ভাবন সম্পর্কেও ধারণা দেওয়া হবে অধ্যক্ষদের।

এ প্রসঙ্গে মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামছুল হুদা আমাদের সময়কে জানান, আগামীকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে অধ্যক্ষ সম্মেলন-২০১৭। রাজধানীর আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মিলনায়তনে দিনব্যাপী এই সম্মেলন হবে। সকালে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামানসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি কর্মকর্তারা। সরকারি কলেজ এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

পাঠক্রম অসম্পূর্ণ রেখে পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অধ্যক্ষদের কাছে নিজ নিজ কলেজের যাবতীয় তথ্য, সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ করার জন্য মাউশি পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) থেকে বলা হয়েছিল। চিঠিতে অধ্যক্ষদের কাছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল, শিক্ষকের তথ্য, অবকাঠামো সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা, পরিবহন সুবিধা আছে কিনা, শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা আছে কিনা, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল এবং সর্বোপরি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি সমস্যা চিহ্নিত করা ও এর সমাধানের উপায় জানতে চাওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষরাও তাদের প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন মাউশিতে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কলেজগুলোয় অনার্স-মাস্টার্সের অনিয়মিত ক্লাস, পাঠক্রম অসম্পূর্ণ রেখে বিভিন্ন পর্বের পরীক্ষা নেওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সরকারি কলেজের অধ্যক্ষরা। বিভিন্ন কলেজে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের অপ্রতুল আবাসন সুবিধা, প্রশাসনিক-একাডেমিক ভবন ও ক্লাসরুম সংকটের কথাও তুলে ধরেছেন তারা।

অধ্যক্ষদের অভিযোগ, ২০১৮ সালের মধ্যে সেশনজট নিরসনের নামে ক্রাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ৫-৬ মাস পাঠদানের পরই অনার্স ও মাস্টার্সের পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ পাঠলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। জামালপুরের একটি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই কলেজে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ১৪ হাজার। একাদশ শ্রেণি, বিএ (পাস কোর্স), ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় নেই শিক্ষক। আবার শ্রেণিকক্ষেও শিক্ষার্থীদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না।

১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যেসব সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাউশিতে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন সেগুলোতে শিক্ষক ও শেণিকক্ষ স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন না থাকাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

অধ্যক্ষ সম্মেলনের আয়োজন কমিটির দায়িত্বে থাকা মাউশির মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইংয়ের পরিচালক ড. মোহাম্মদ সেলিম মিঞা জানান, সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব এবং মাউশি মহাপরিচালক গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন। এ ছাড়াও তারা অধ্যক্ষদের সমস্যা শুনবেন এবং সমাধানের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করবেন। এবারে বেশি গুরুত্ব পাবে কলেজ শিক্ষকদের ইনোভেয়েশন বিষয়টি। এ ছাড়া ফোকাস থাকবে সদ্য সমাপ্ত ই-নাইন সম্মেলনের ফলোআপ। এসডিজি-ফোর বাস্তবায়নে সরকারের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে অধ্যক্ষদের। শিক্ষায় এমডিজি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এবার এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে ইতোমধ্যে দেশের ৩২৯টি সরকারি কলেজের প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং চারটি সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষরাও রয়েছেন।

অধ্যক্ষদের পাশাপাশি মাউশির ৯টি অঞ্চলপ্রধান নিজ নিজ অঞ্চলের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক বিষয় নিয়ে মতামত দিতে উপস্থিত থাকতে পারবেন এই সম্মেলনে।

ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে অধ্যক্ষরা শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টের অন্যতম কারণ হিসেবে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতিকে চিহ্নিত করেন। তারা জানান, রাজনৈতিক পরিচয়ধারী ছাত্রদের প্রভাবে অতিষ্ঠ কলেজের শিক্ষকরা।

তারা মনে করেন, কলেজে ভর্তির তদবির, টেন্ডার দখল, হোস্টেলের সিট বরাদ্দ, কখনো তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে রাজনীতি জড়িয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি, শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারসহ নানা অপ্রীতিকর ঘটনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হয় ছাত্র রাজনীতির কারণে। এ ছাড়া ক্লাসরুম সংকট, শিক্ষক সংকট, অর্থ সংকট, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সংকট, কর্মচারী সংকট, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি, শিক্ষকদের আবাসন সংকট, দুর্গম অঞ্চলের কলেজগুলোয় যাতায়াত ভাতা নেই, অধ্যক্ষদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি সমস্যাও তারা তুলে ধরেন।